মুমিন নারীদের বিশেষ বিধান

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নবম পরিচ্ছেদ: বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

নারীর বিয়েতে অভিভাবক শর্ত ও তার হিকমত:

নারীকে তার উপযুক্ত স্বামী গ্রহণ করার অর্থ তাকে মুক্ত স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া নয় যে, যাকে ইচ্ছা সে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে, যার বিয়ের খারাপ প্রভাব পড়ে তার আত্মীয় ও পরিবারের ওপর। নারী অভিভাবকের সাথে সম্পৃক্ত, অভিভাবক তার ইচ্ছাকে দেখবে এবং তাকে সঠিক পথ বাতলাবে, তার বিবাহের দায়িত্ব নিবে, সে নিজে নিজের আকদ সম্পন্ন করবে না, যদি সে নিজের আকদ নিজে সম্পন্ন করে বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

«أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل»

“যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল”।[1]

ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান। অন্যান্য সুনান গ্রন্থে রয়েছে:

«لا نكاح إلا بولي»

“অভিভাবক ব্যতীত কোনো বিয়ে নেই”।[2]

এ দু’টি হাদীস ও এ জাতীয় অন্যান্য হাদীস প্রমাণ করে যে, অভিভাবক ব্যতীত নারীর বিয়ে বৈধ নয়। বিয়ে নেই অর্থ বিয়ে শুদ্ধ নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন: আহলে ইলমগণ এ হাদীসের ওপর আমল করেন। যেমন উমার, আলী, ইবন আব্বাস ও আবু হুরায়রা প্রমুখগণ। ফহীহ তাবে‘ঈদের থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। তারা বলেছেন: অভিভাবক ব্যতীত কোনো বিয়ে নেই। এটিই ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাকদের কথা”।[3]

ফুটনোট

[1] তিরমিযী, হাদীস নং ১১০২; আবু দাউদ, হাদীস নং ২০৮৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৮৭৯; আহমদ: (৬/৬৬); দারেমী, হাদীস নং ২১৮৪
[2] তিরমিযী, হাদীস নং ১১০১; আবু দাউদ, হাদীস নং ২০৮৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৮৮১; আহমদ (৪/৪১৮); দারেমী, হাদীস নং ২১৮২
[3] আল-মুগনি: (৬/৪৪৯)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=14733

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন